SESAME STREET brac

ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারী

play to learn

ছোট্ট ব্যাঙ রাজকুমারী

লেখক
নাজনীন ইমাম

অংকন
পলাশ সরকার

TM and © 2022 Sesame Workshop

এলমো, রায়া এবং আসমা গাছের নীচে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আসমা বললো, "তালা না আসা পর্যন্ত, চলো আমরা একটা মজার খেলা করি"। এলমো খুবই উত্তেজিত হয়ে বললো, "এলমো এখন লুকাবে এবং চিৎকার করে বলবে 'টুকি' এবং তোমরা এলমোকে খুঁজে বের করবে"।

এলমো কিছুটা পিছিয়ে গেল এবং একটা গাছের পিছনে লুকালো। সে চিৎকার করে বললো, "টুকি"! আসমা এবং রায়া শব্দটা খেয়াল করলো। আসমা তাকে সহজেই খুঁজে বের করে ফেললো এবং তারা দুজনেই হাসতে শুরু করলো। রায়া তাদের সাথে যোগ দিলো এবং সেও হাসতে লাগলো। এখন আসমার লুকানোর পালা।

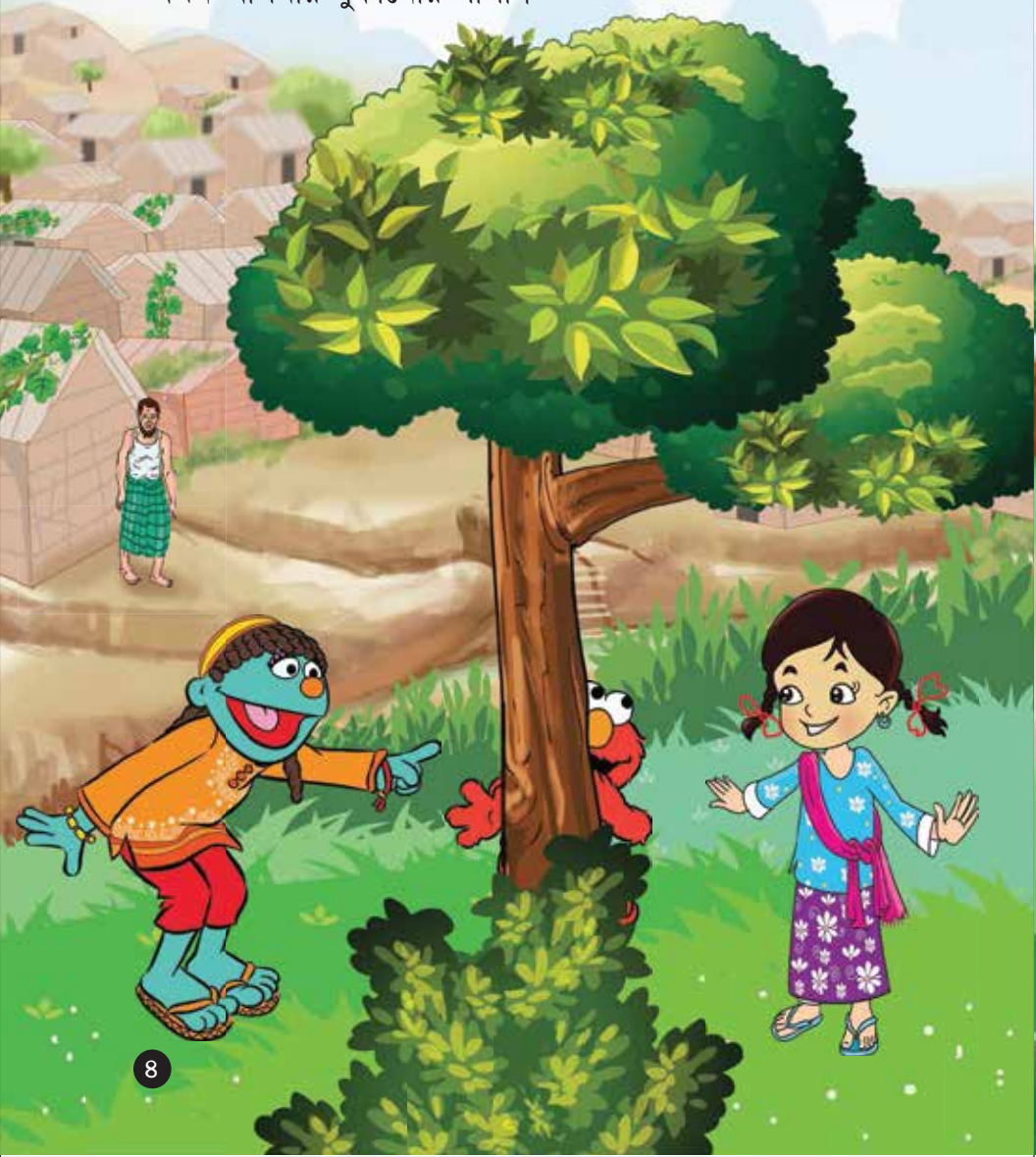

আসমা চিন্তা করলো সে জঙ্গলে গিয়ে লুকাবে। সে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা শুরু করলে রায়া এবং এলমো তাকে থামালো। "আসমা, তোমার বাড়ি থেকে দূরে যাওয়া ঠিক হবে না", বললো রায়া। আসমা বললো, "যদি আমি যাই, তাহলে আমি অন্য কোনো গাছের আড়ালে লুকাতে পারি"।

“ওটা নিরাপদ নয়। আমাকে তোমাদের একটা ছোট্ট ব্যাঙ রাজকন্যার গল্প বলতে দাও”, বললো রায়া। এর মধ্যে তালা এসে তার বন্ধুদের কথা শুনছিলো। সে বললো, “তাহলে চলো একসাথে সবাই মিলে বসি”। এরপর রায়া গল্প বলতে শুরু করলো।

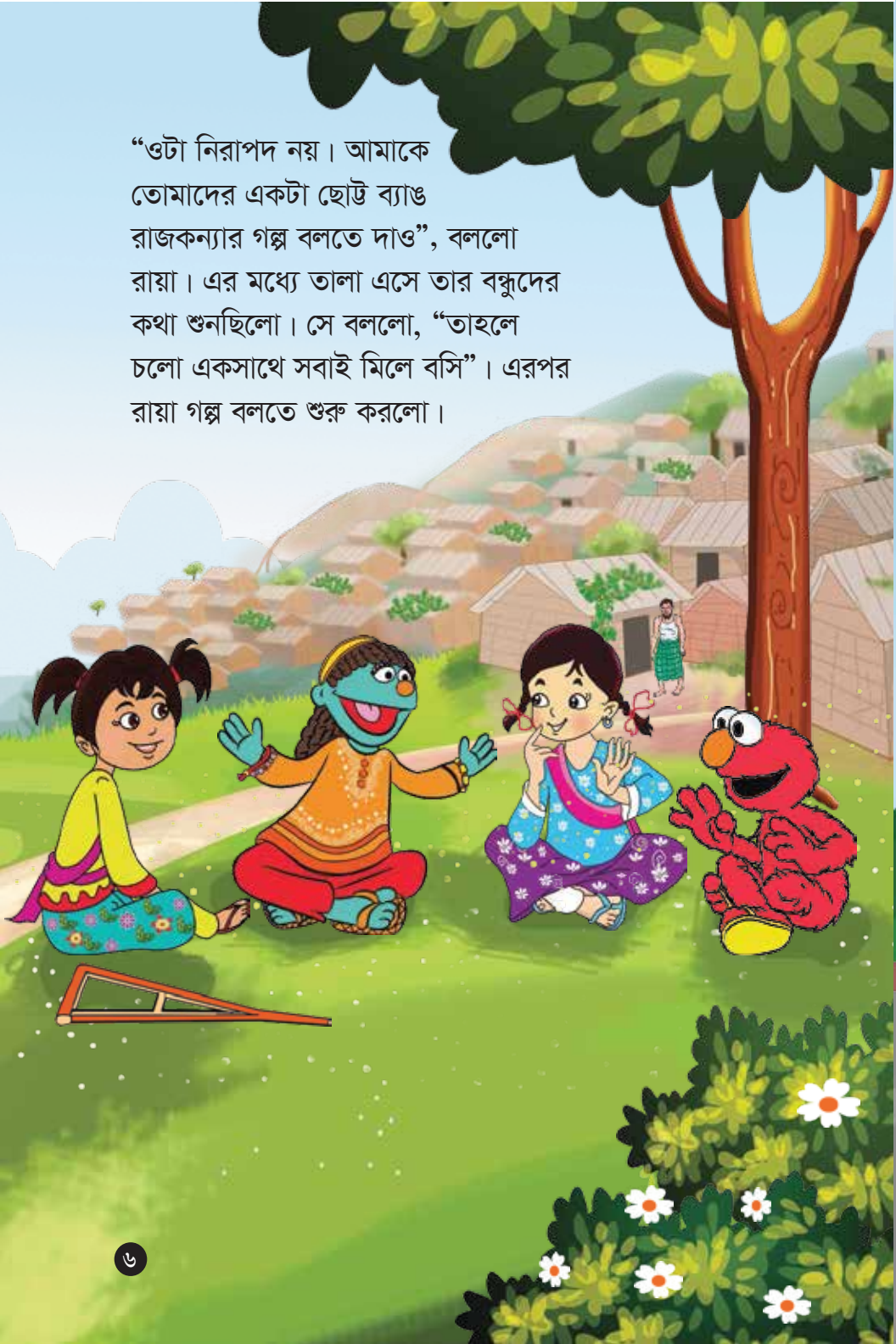

একদা এক ছোট্ট ব্যাঙ রাজকন্যা ছিলো। একদিন সে তার বন্ধু, বাদামি মুরগিছানা ও হলুদ মুরগিছানার সাথে খেলছিলো। তারা ঝোপের আড়ালে লুকোচুরি খেলছিলো।

ছোট্ট রাজকুমারী লুকানোর জন্য
একটা বড় ঝোপ খুঁজছিলো।
খুঁজতে খুঁজতে সে অনেক দূরে
চলে গেল, এমন সময় সে একটা
শব্দ শুনতে পেল।

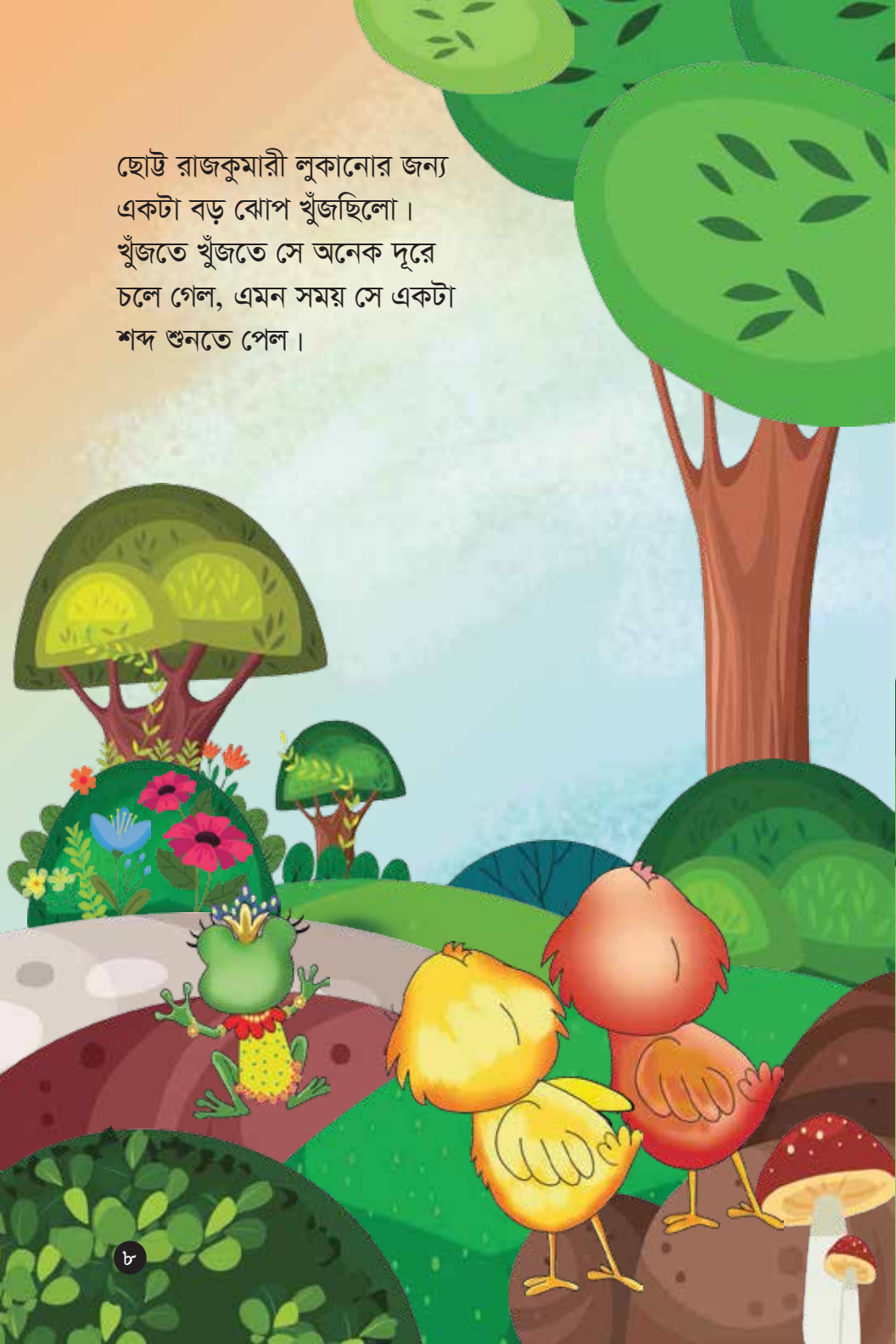

“চিক, চিক”! সে চারপাশে তাকালো এবং সুন্দর ফুলগাছের নিচে একটা সাদা খরগোশ দেখতে পেল। রাজকুমারী খুব খুশি হলো এবং খরগোশটার সাথে খেলতে চাইলো। ঠিক তখন সে একটা গর্জন শুনতে পেল। “শব্দটা কে করলো”? রাজকুমারী অবাক হয়ে জানতে চাইলো!

সে ঘুরে দেখতে পেল একটা হাসিখুশি কাঠবিড়ালি। "আমি দেখেছি তুমি খরগোশ ভালোবাসো। এখানে চারটা খরগোশ ছিলো", বললো কাঠবিড়ালি। রাজকুমারী অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বললো, "ওহ! 'কোথায় তারা"? "ওখানে খেলছে। আমার সাথে আসো, আমি তোমাকে দেখাবো", বললো কাঠবিড়ালি।

রাজকুমারী খরগোশ ছানাদের সত্যিই দেখতে চাইলো কারণ সে খরগোশ ছানা পছন্দ করে। হঠাৎ সে তার কাধে একটা টোকা অনুভব করলো। সে ফিরে তাকালো এবং তার বন্ধুদের দেখেতে পেল, তার পেছনে হলুদ মুরগিছানা আর বাদামি মুরগিছানা।

হলুদ মুরগিছানা রাজকুমারীকে ফিসফিস করে বললো, "রাজকুমারী, তুমি তোমার দুর্গ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছো"। রানি বলেছেন, "অচেনা কারো সাথে কোথাও না যেতে এবং একা একা দূরে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না", বললো বাদমি মুরগিছানা। রাজকুমারীর হঠাৎ মনে পড়লো তার মা তাকে কী বলেছিলেন, রানি তাকে বলেছিলেন অচেনা কারো সাথে কথা না বলতে ও কিছু না নিতে।

হলুদ মুরগিছানা ফিসফিস করে বললো, "চলো বাড়ি যাই"। কাঠবিড়ালির বন্ধুরা একসাথে তাকে ছেড়ে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরে চললো। রাজকুমারী ভেবে খুশি হলো যে, মুরগিছানারা তাকে নিরাপদে থাকতে সহায়তা করেছে।

শিঘ্রই তাদের সাথে সোনার হরিণের দেখা হলো, যে একা একা হাঁটছিলো। তারা হরিণকে সতর্ক করলো, "তোমার একা একা হাঁটা ঠিক না"। তখন হরিণ বললো, "তাহলে চলো একসাথে হাঁটি"। বন্ধুরা খুশি মনে দুর্গে ফিরে চললো।

রায়া তার গল্প বলা শেষ করলো। এলমো, আসমা এবং তালা হাততালি দিলো। “ধন্যবাদ গল্প বলার জন্য”, বললো এলমো। “এখন আমরা জানি, কীভাবে নিরাপদ থাকতে হয়”, বললো তালা।

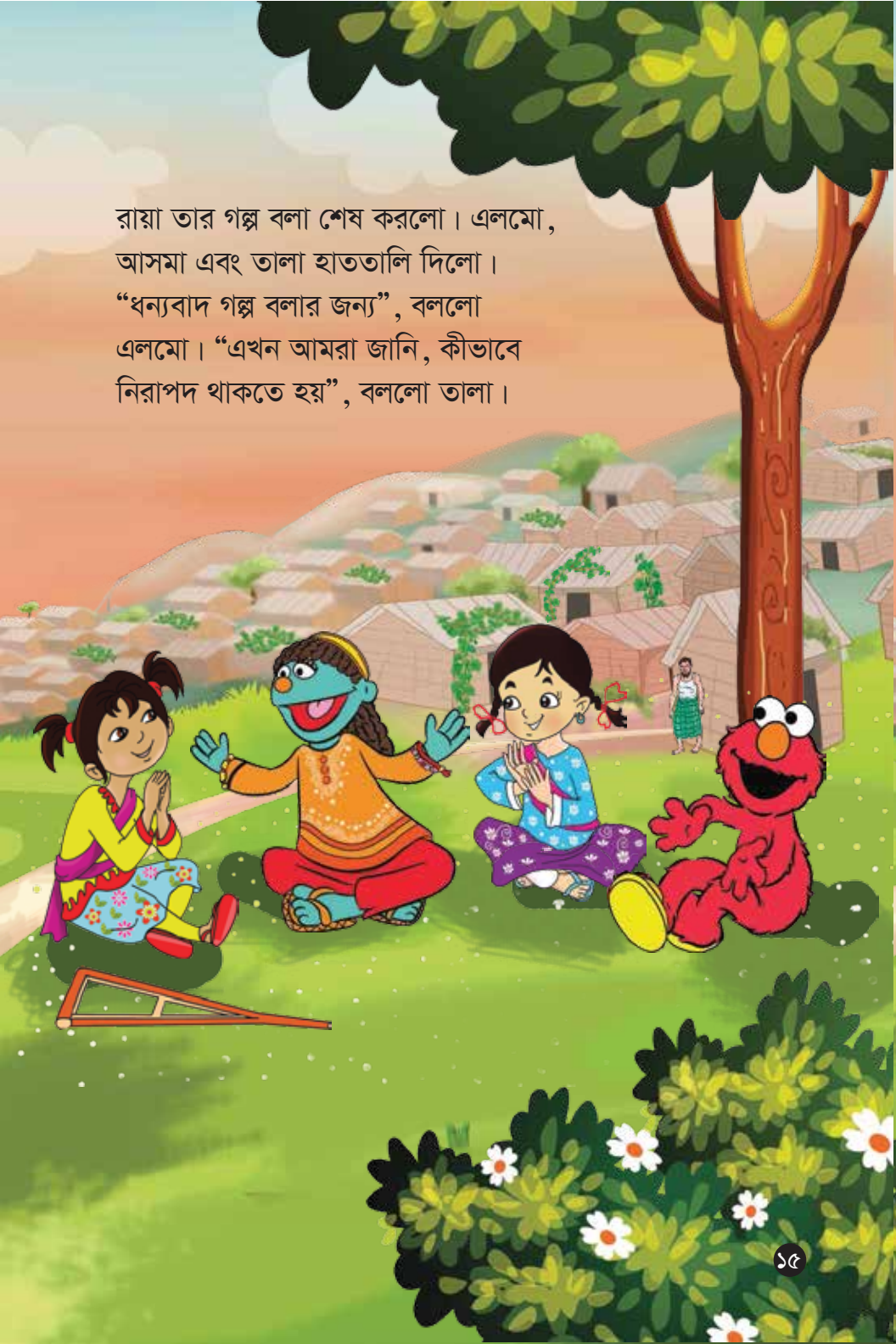

“চলো আমরা অন্য আর একটা খেলা করি কিন্তু এবার আমরা একসাথে থাকবো”, বললো আসমা। “সেটা আরেক দিন হবে। এখন আমাদের নিরাপদে বাড়ি যাওয়ার সময়”, বললো রায়া। “হ্যা, পাখিরাও বাড়ি ফিরে যাওয়া শুরু করেছে”, বললো তালা।

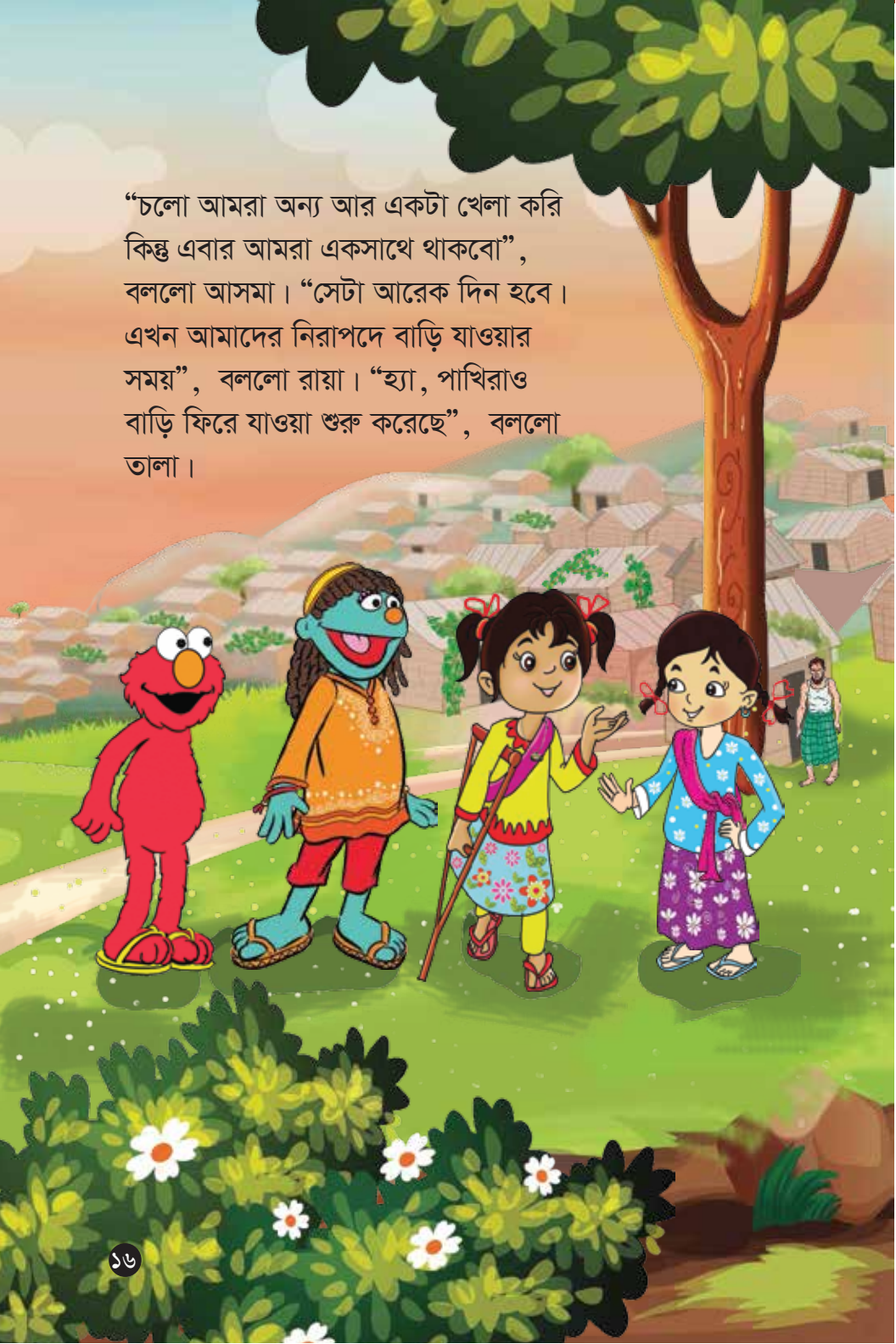

তখন তারা আকাশে উড়ে যাওয়া একঝাক
পাখির কিচিরমিচির ডাক শুনতে পেল।
“পাখিগুলোকে দেখ”, বললো এলমো।

“পাখিরাও নিরাপদ থাকার জন্য একসাথে উড়ছে, ঠিক আমাদের মতো”! তারা সবাই তাকিয়ে থাকে ও হাত নাড়ে যতোক্ষণ না পাখিরা দূর আকাশে ছোট বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়।

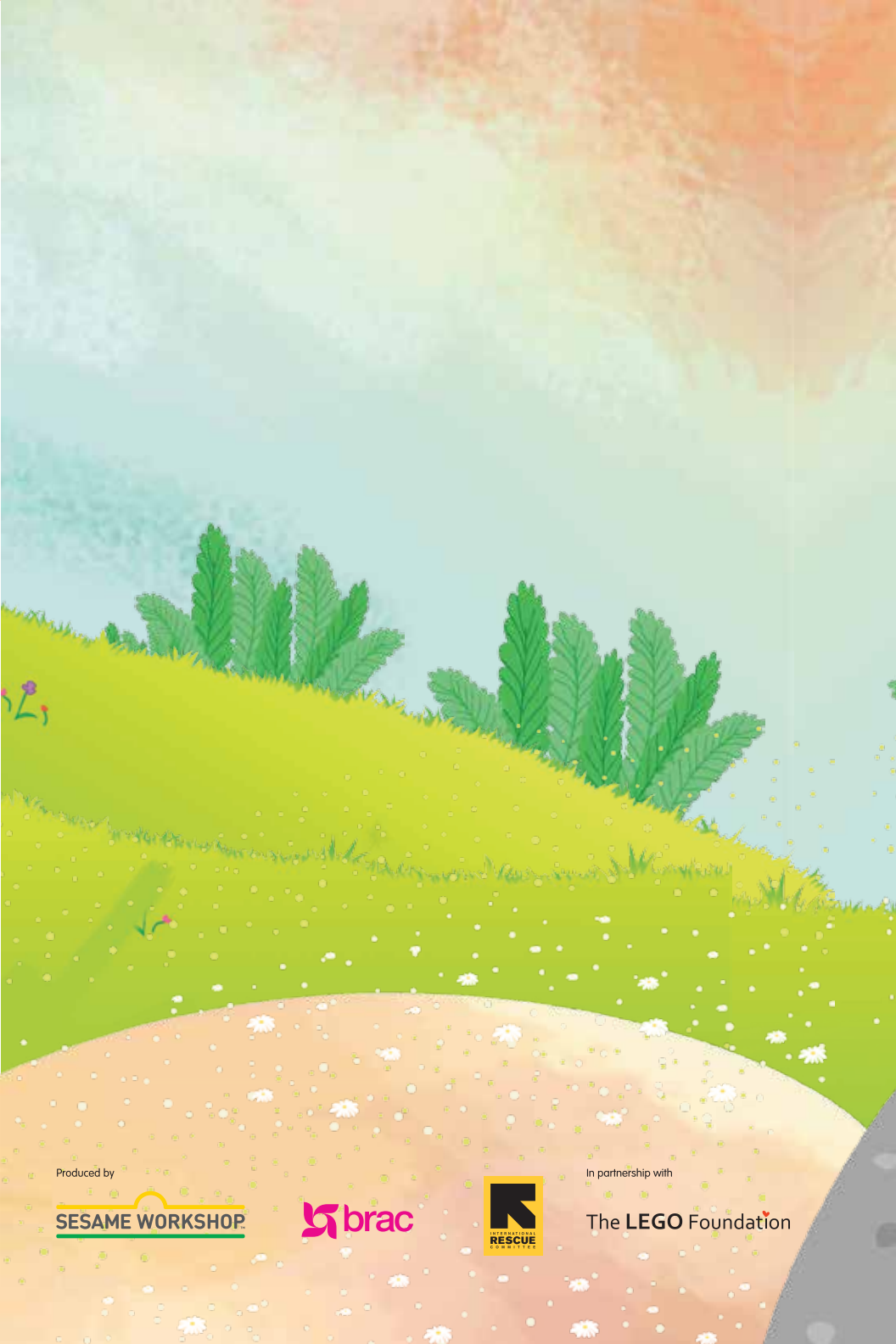

Produced by

SESAME WORKSHOP

brac

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

In partnership with

The LEGO Foundation